কিশোরক

সেরা হাসির গল্প

সেরা হাসির গল্প

মোল্লা নাসিরুদ্দিন

কিশোরক

সেরা হাসির গল্প

মোল্লা নাসিরুদ্দিন

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

সেরা হাসির গল্প
মোল্লা নাসিরুদ্দিন

সংকলন ও গ্রন্থনির্মাণ
কবি প্রকাশনী সম্পাদনা পরিষদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪৫০ টাকা

Sera Hasir Golpa by Molla Nasiruddin Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: September 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-27-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

শুরুর কথা

মোল্লা নাসিরুদ্দিন—এই নামটি পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষের কাছেই পরিচিত। তাঁকে কেউ বলেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা, কেউ শুধু হোজ্জা। ইতিহাসবিদদের ধারণা—তিনি ত্রয়োদশ শতকের আনাতোলিয়ার অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কের মানুষ। প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী, তাঁর জন্ম ১২০৮ সালে হোরতু গ্রামে এবং মৃত্যু ১২৮৪ বা ১২৮৫ সালে আকশেহিরে। আকশেহিরে তাঁর নামে একটি সমাধিও আছে। তবে তাঁর জীবন সম্পর্কে যত তথ্য পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বহু লোককথা, কিংবদন্তি এবং মানুষের কল্পনা জড়িয়ে আছে। তাই কোনটি ইতিহাস আর কোনটি গল্প, সেটি সবসময় নিশ্চিত করে বলা যায় না। কিন্তু এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নিছক একজন 'লোকাল হিরো' বা নির্দিষ্ট ভূগোলে সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বের পরিচয় ছাপিয়ে মোল্লা নাসিরুদ্দিন বিশ্বসাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। আর পৃথিবীজোড়া পাঠকগোষ্ঠীর কাছে তাঁর গল্পগুলো ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছে অবশ্যপাঠ্য।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প শুধু তুরস্কেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছে ইরান, মধ্য এশিয়া, আরব দেশ, ককেশাস এবং ভারতীয় উপমহাদেশে। একেক ভাষায়

গল্পগুলো একেকভাবে বলা হয়েছে। কোথাও নতুন গল্প যোগ হয়েছে, কোথাও পুরনো গল্পের খোলনলচে বদলে গেছে। বাংলা ভাষাতেও মোল্লা নাসিরুদ্দিন কম সমাদর পাননি। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে মোহাম্মদ নাসির আলীর মতো বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকেরা নাসিরুদ্দিনের গল্পের ভক্ত ছিলেন, সেগুলো তাঁরা বাংলায় রূপান্তরও করেছেন। কোনো গল্পে তিনি নিজে দেশের বাদশাহর দরবারের একজন সভাসদ, কোনো গল্পে বিচারক বা চিকিৎসক, আবার কোনো গল্পে নেহাতই গ্রামের এক সাধারণ গরিবগুর্বো লোক। কিন্তু, তাঁর পরিচয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সব জায়গায় একই রয়ে গেছে—তিনি এমন একজন মানুষ, যিনি হাসতে হাসতে ভীষণ জরুরি কথাও বলে ফেলতে পারেন।

তাঁর গল্পের মজাটা একটু অন্য রকম। পড়তে পড়তে মনে হতে পারে, ঘটনাটি খুবই সাধারণ। কখনো মনে হবে, নাসিরুদ্দিন বুঝি বোকার হদ্দ। আবার কখনো মনে হবে, তিনি ইচ্ছে করেই আজগুবি কিছু বললেন বা করলেন। কিন্তু গল্প শেষ হওয়ার পর ঠিকই বোঝা যায়, নাসিরুদ্দিনের কথা আর কাণ্ডকারখানা রীতিমতো চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের মধ্যকার অসংগতি ও ভণ্ডামিগুলো চিনিয়ে দিয়েছে। কখনো মানুষের অহংকার, লোভ আর সংকীর্ণতা নিয়ে—আবার কখনো আমাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট ভুল নিয়ে তাঁর গল্পগাছায় সবসময়ই হালকা চালে গভীর কথা বলা হয়েছে। তাই তাঁর গল্প একদিকে যেমন হাসায়, অন্যদিকে তেমনি ভাবায়ও।

এই কারণেই এত শত বছর পরেও মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প পুরনো হয়ে যায়নি। সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, মানুষের জীবনযাত্রা বদলেছে। কিন্তু মানুষের স্বভাব-চরিত্রের বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য কার্যত একই রয়ে গেছে। তাই আজও তাঁর গল্প পড়লে মনে হয়, যেন ঘটনাগুলো আমাদের চারপাশেই ঘটছে।

এই বইয়ে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের হাসির গল্পগুলো সেই কথা ভেবেই নতুনভাবে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল গল্পগুলোর মধ্যে প্রবাহিত রসবোধ ও বুদ্ধির দীপ্তি বজায় রেখে ভাষাকে সহজ ও সাবলীল করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই—আজকের কিশোর পাঠক যেন গল্পগুলো

পড়তে গিয়ে ভাষার কারণে আটকে না যায়, বরং গল্পের স্বাদ সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারে।

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের প্রায় প্রতিটি গল্পই আকারে নাতিদীর্ঘ। কিন্তু তাই বলে সেগুলোর গুরুত্ব কম নয়। অনেক সময় মোল্লা নাসিরুদ্দিনের এক-একটি গল্প বহু কেতাবি আলোচনার চাইতে অধিক ওজনদার। আশা করা যায়, এই বইয়ের গল্পগুলো পড়ে যেমন নির্মল আনন্দ পাওয়া যাবে, তেমনি তা চিন্তাশীলদের ভাবনার খোরাকও জোগাবে। আর সেটিই সম্ভবত মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি।

সূচিপত্র

বাদশাহর শিকার ২৩
কিপটে জমিদার ২৪
যে নেকড়ে ভেড়া খায় না ২৫
প্যাঁচা যা বলছে ২৬
তিনটি উপদেশ ২৭
রান্নার হাত ২৯
সবচেয়ে বেশি খুশির দিন ৩০
ইঁদুর ধরতে বিড়াল ৩১
নিজে পড়ো ৩২
পেটের ব্যথায় চোখের ওষুধ ৩৩
সবচেয়ে মধুর আওয়াজ ৩৪
নিজের নাম ৩৫
চোখের খিদে মেটেনি ৩৬
কিছুই জানি না ৩৭
কুৎসিত চেহারা ৩৮
বস্তার বাচ্চা হয়েছে ৩৯

বাদশাহর জামা	৪০
সত্যিকারের বন্ধু	৪১
বাদশাহর দাম	৪২
একমাথা বুদ্ধি	৪৩
ঘোড়া চেনার সহজ উপায়	৪৪
রাজহাঁসের মাংস ভাগ	৪৫
কথায় এক, কাজে আরেক	৪৭
জুতার তলা যেন চিরকাল মজবুত থাকে	৪৮
বড় লাউ ও বড় হাঁড়ি	৪৯
কুকুর রোগা হয়ে যাবে	৫০
পুত্র ভালো না কন্যা ভালো	৫১
তুমি কী করে জানলে	৫২
আমি লজ্জিত	৫৩
কৃষকের শক্তি	৫৪
দুটো গাধার বোঝা	৫৫
পকেটের তেষ্টা	৫৬
চুরি ঠেকানো	৫৭
কড়াইয়ের বাচ্চা	৫৮
আমি তো আমার কাজ সম্পন্ন করেছি	৬০
মাংসের ঝোলের ঝোলের ঝোল	৬১
জরিমানার টাকা আগাম দিলাম	৬৩
সুন্দর পোশাককেই খাওয়াচ্ছি	৬৪
মোহর নাকি সততা	৬৫
আজব কবিরাজি	৬৬
পালোয়ান	৬৮
কাজির বিচার	৭০
ডিম আগে না মুরগি আগে	৭২
আজকে সপ্তাহের কোন দিন	৭৩
ওর আর আমার ব্যাপার	৭৪
বিবাহ সংবাদ	৭৫

বাদশাহর অভিধান	৭৬
ওষুধের দাম	৭৭
অঙ্ক শেখার যন্ত্রণা	৭৮
অজানা ফল খাবার বিপদ	৭৯
সাবান আছে তো	৮০
প্রশ্ন করেছি বিড়ালকে	৮১
মশা মারতে...	৮২
ভুলোমনা	৮৩
শরবতে মাছি	৮৪
সবজির হুঁশ	৮৫
তালা ভাঙার খেলা	৮৬
নিজেদের খাবার	৮৭
নইলে আবার দুশ্চিন্তা করবে	৮৮
আমভক্ষণ	৮৯
নাপিত ও নাসিরুদ্দিন	৯০
আলু বাদে অন্য কিছু	৯১
গাধা বিক্রি	৯২
কল্পনার বিড়ম্বনা	৯৩
তেলাপোকা	৯৪
পায়জামা	৯৫
আমার যে রাজ্যের তাড়া	৯৬
খামের ওপর নাম	৯৭
পুরনো ঘটনা	৯৮
ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া	৯৯
হেকিমকে ডাকবার দরকার নেই	১০০
স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে	১০১
গাধার পিঠের ভার	১০২
কলিজার রেসিপি	১০৩
বাঘের খবর	১০৪
বেদুইন বনাম নাসিরুদ্দিন	১০৫

অনুসন্ধান ১০৬
অতিথিপরায়ণ ১০৭
বিবির কথাই ঠিক ১০৯
'তিন ভাই' আর 'চল্লিশ চোর' ১১০
চাঁদ ও সূর্য ১১১
চাবি নিরুদ্দেশ ১১২
বাদশাহর আত্মজীবনী ১১৩
নাসিরুদ্দিনের 'বিশেষ' যোগ্যতা ১১৪
মাছ রান্না ১১৫
নাক ডাকার শব্দ ১১৬
লোকেরা কেন বিভিন্ন দিকে যায় ১১৭
আধাপেট খাওয়ালে এমনই হয় ১১৮
বিষ নাকি মধু ১১৯
জীবনে শুধু নিতেই শিখেছেন ১২১
বয়স কত ১২২
ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা ১২৩
তাহলে বিড়ালটা কোথায় ১২৪
আমি তো আর বেগুনের চাকর নই ১২৫
নাসিরুদ্দিনের ছবি আঁকা ১২৬
উপদেশ চাই না ১২৭
তিন হাত নেই বলে ১২৮
স্রোতের বিপরীতে ১২৯
নিজের ভালো ১৩০
অন্ধকারে লণ্ঠন ১৩১

পরিশিষ্ট
সর্বজনীন মোল্লা নাসিরুদ্দিন ১৩৩

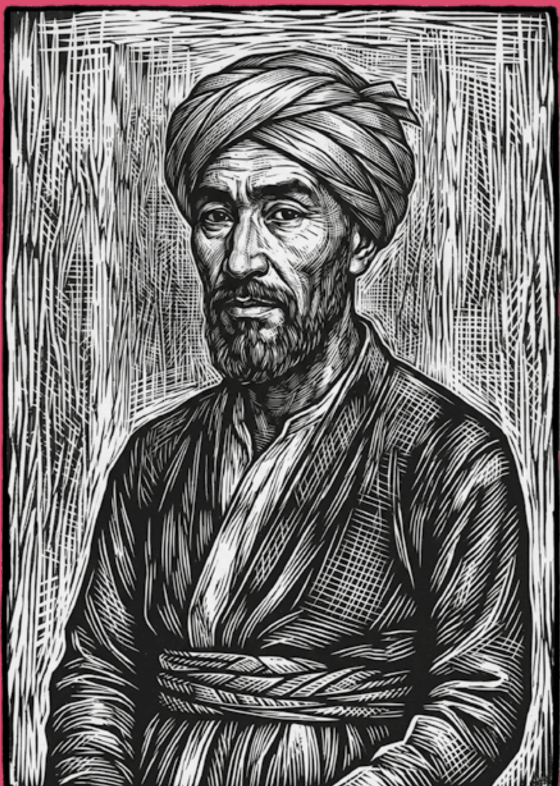

মোল্লা নাসিরুদ্দিন

কেউ বলেন মোল্লা নাসিরুদ্দিন, কেউ শুধু হোজ্জা। তুরস্ক বা সেকালের আনাতোলিয়ায় তাঁর জন্ম। তবে ভূগোলের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের এক চিরকালীন অবিস্মরণীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছেন তিনি।

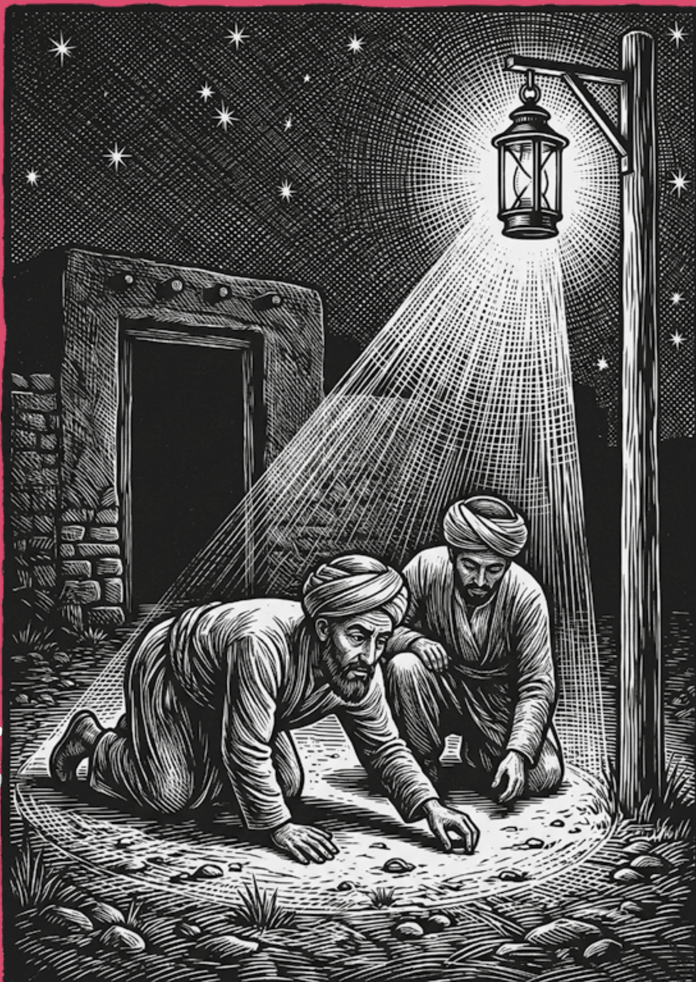

‘আমার ঘুম হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে এসেছি।’

বাদশাহর শিকার

একদিন বাদশাহ মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে শিকার করতে গেলেন। শহরের সীমা পেরোনোর পর বাদশাহ দূরে একটি শেয়ালকে চলাফেরা করতে দেখলেন। তখন তিনি ধনুক তুলে শেয়ালের দিকে তাক করে একটি তির ছুড়লেন। কিন্তু তাঁর তির শেয়ালের গায়ে লাগল না!

বাদশাহ লজ্জা পেলেন, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বড়াই করে বললেন : ‘বুঝলে নাসিরুদ্দিন, আমার শিকারিজীবনে আজই সর্বপ্রথম যে আমার একটি তির ব্যর্থ হলো। এর কারণ জানো? আজকাল এই শেয়ালগুলো বেশ চালাক হয়ে পড়েছে।’

মোল্লা নাসিরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বলল : ‘জাহাঁপনা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার তির ছোড়ার কৌশল প্রজাদের দেহের ওপর প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত। যদি ওখানে শেয়াল না হয়ে একশজন প্রজা দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে আপনার একশটি তিরের কোনোটিই ব্যর্থ হতো না।’

কিপটে জমিদার

এক ভীষণ কিপটে জমিদার ছিলেন। একবার তিনি মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে তাঁর বাড়িতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

নিমন্ত্রণ দিলে কী হবে, কিপটে বলে কথা! সেই মোতাবেক জমিদার নিজের জন্য পুরো এক বাটি দুধ নিলেন, আর নাসিরুদ্দিনকে আধা বাটিরও কম দুধ দিয়ে বারবার বলতে থাকলেন : 'খাও, খাও, নাসিরুদ্দিন। তোমাকে আপ্যায়ন করার জন্য ভালো খাবার আর কিছু নেই। এই এক বাটি টাটকা দুধ খেয়ে ফেলো।'

'হুজুর, তার আগে আমাকে একটি করাত দিন!' নাসিরুদ্দিন অম্লান বদনে বলল।

'করাত? কীসের জন্য?' জমিদার ধাঁধায় পড়লেন।

'দেখুন!' নাসিরুদ্দিন তার দুধের বাটি দেখিয়ে বলল, 'এই বাটির অর্ধেক অংশ কোনো কাজেরই নয়। তাই ভালো হবে আমরা যদি প্রথমে বাটির এই ফালতু অংশকে কেটে ফেলি।'

যে নেকড়ে ভেড়া খায় না

একজন বৃদ্ধ পশুপালক মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করল : 'ওহে নাসিরুদ্দিন, আমি মাঠে অনেক ভেড়া চড়িয়েছি। কিন্তু বহু ভেড়া নেকড়ের মুখে পড়ে মারাও গেছে। আমি জানতে চাই, দুনিয়াতে কি এমন কোনো নেকড়ে আছে যে ভেড়া খায় না?'

'আছে। অবশ্যই আছে।' নাসিরুদ্দিন উত্তর দিল।

'সে আবার কেমন ধরনের নেকড়ে?'

'মরা নেকড়ে।' নাসিরুদ্দিনের সাফ জবাব।

প্যাঁচা যা বলছে

নিজের সম্পর্কে বড়াই করে মোল্লা নাসিরুদ্দিন প্রায়ই বলত, ‘আমি পাখির ভাষাও বুঝতে পারি।’ এ কথা শুনে বাদশাহ একদিন শিকারে যাওয়ার সময় নাসিরুদ্দিনকে সঙ্গে নিলেন।

পথে যেতে যেতে তাঁরা হঠাৎ একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গুহার সামনে এলেন এবং দেখতে পেলেন যে ওই গুহার ওপর বসে একটি প্যাঁচা উচ্চস্বরে ডাকছে। বাদশাহ তখন নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘প্যাঁচাটা কী বলছে?’

মোল্লা নাসিরুদ্দিন বাদশাহর নাকের দিকে আঙুল নির্দেশ করে উত্তর দিল : ‘প্যাঁচাটা চেঁচিয়ে এ কথাই বলছে যে যদি বাদশাহ তাঁর প্রজাদের নির্দয়ভাবে শাসন ও অত্যাচার করতেই থাকেন, তাহলে তাঁর রাজ্যের দশা আমার এই আস্তানার মতো বেহাল হয়ে পড়বে।’

তিনটি উপদেশ

একদিন মোল্লা নাসিরুদ্দিন কিছু পয়সা রোজগারের আশায় একটা ঝুড়ি নিয়ে বাজারে গিয়ে মজুরদের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক ওই সময় একজন মোটাসোটা জমিদার ওখানে এসে চিৎকার করে বললেন : 'আমি এক বাক্স সুন্দর চীনামাটির জিনিস কিনেছি। যে এই বাক্স আমার বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবে তাকে আমি তিনটি ভালো উপদেশ দেব।'

তার এমন কথা শুনে কোনো মজুরই সাড়া দিল না। কেবল নাসিরুদ্দিনেরই কথাটা ভালো লাগল। সে মনে মনে ভাবল, 'পয়সা তো যেকোনো জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো উপদেশ পাওয়া দুষ্কর। উপদেশগুলো শুনে নিশ্চয়ই কিছু জ্ঞান বাড়ানো যাবে।' তাই নাসিরুদ্দিন এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে থাকা ঝুড়িতে বাক্সটা তুলে জমিদারের সঙ্গে চলতে থাকল।

পথে যেতে যেতে উপদেশ দেবার জন্য অনুরোধ করলে জমিদার বলতে থাকলেন : 'ঠিক আছে, তবে শোনো! যদি কেউ বলে যে, ভরা পেটের চেয়ে খিদে পেটে থাকা ভালো তাহলে তাকে বিশ্বাস করবে না।'

'এটা নিঃসন্দেহে উত্তম উপদেশ।' নাসিরুদ্দিন বলল, 'আর দ্বিতীয় উপদেশ?'

'যদি কেউ তোমাকে বলে যে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার চেয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া ভালো তাহলে তাকে বিশ্বাস করবে না।'